13744 - ময়েদেরে চুল ছটে করা এবং চহোরার চুল তুলে ফলো

প্রশ্ন

আমি মুসলমি নারীদরে নয়িে একটি গবষেণাপত্র লখিছি। আমি মুসলমি নারীর চুল সংক্রান্ত হুকুম জানতে চাই। মুসলমি নারী কি তার চুলকে কাঁধ পর্যন্ত ছটে করতে পারবে; নাকি পারবে না? চহোরায় গজয়িে ওঠা চুলরে ব্যাপারে হুকুম কী? এই চুল অপসারণ করা কি হারাম; নাকি হারাম নয়? আশা করি উত্তর দবিনে। এছাড়া আমার জন্য দোয়া করবনে যাতে আমার ঈমান দৃঢ় হয়, এই প্রত্যাশাও ব্যক্ত করছি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তনিি যনে আপনার ঈমান বৃদ্ধি করে দনে এবং আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দনে।

আপনার প্রশ্নে দুটি জজ্ঞিাসা রয়ছে:

এক: মাথার চুল ছটে করার বধিান:

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহু বলনে: ‘নারীর চুল ছটে করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি রয়ছে বলে জানি না। তবে মাথা মুণ্ডন করা নষিদ্ধি। আপনি আপনার মাথা মুণ্ডন করতে পারবনে না। তবে চুলরে দর্ৈঘ্য ও আধক্যি থকেে কছিুটা কময়িে ফলেতে কোনো সমস্যা নইে। কন্তিু সটো হতে হবে এমন উত্তম পন্থায় যাতে আপনি এবং আপনার স্বামী তুষ্ট থাকনে। আপনি তার সাথে চুল ছটে করার ব্যাপারে একমত হবনে। আর এক্ষত্রেে কোনো কাফরে নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। কনেনা চুল লম্বা হলে ধোয়া ও আঁচড়ানোর মত কষ্টরে কাজ করতে হয়। যদি চুলরে পরমিাণ বশেি হয় এবং নারী চুলরে কয়িদংশ দর্ৈঘ্য অথবা আধক্যিরে কারণে ছটে করে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নইে। অথবা যদি চুল ছটে করলে সুন্দর হয় যটো তনিি এবং তার স্বামী পছন্দ করনে, তাহলে তাতে কোনো নষিধে আছে বলে আমাদরে জানা নইে। কন্তিু অসুস্থতা ছাড়া পুরোপুরি মাথা মুণ্ডন করা জায়যে নইে। আর আল্লাহই তৌফকিদাতা।’[সমাপ্ত][দখেুন: ফাতাওয়াল মারআতলি মুসলমিাহ (২/৫১৫)]

সহহি মুসলমিে আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান থকেে বর্ণতি ... তনিি বলনে: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে স্ত্রীরা তাদরে চুল কাটতনে, এমনকি তা ‘ওয়াফরা’-র মত হয়ে যতে।’[হায়যে/৩২০] ওয়াফরা হচ্ছে চুলরে এমন পরমিাণ যা কান

অতক্রিম করে।

ইমাম নববী বলেন: ‘উক্ত হাদীসে নারীদের চুল ছোট করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে।’[সমাপ্ত]

কিন্তু চুল ছোট করার ক্ষেত্রে নারীরা যেন কাফের অথবা ফাসেক নারীদের অনুসরণ এড়িয়ে চলে।

শাইখ সালেহ আল-ফাওযান বলেন: ‘নারীর জন্য পেছনের চুল ছোট করে পাশের চুল লম্বা রেখে দেওয়া জায়েয নেই। কারণ এটি তার চুলের বিকৃতি ও অযথা কাজ; অথচ চুল তার সৌন্দর্যের অংশ। এতে করে কাফেরদের সাদৃশ্যও গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নানান আকৃতিতে চুল ছোট করা এবং কাফের নারী অথবা প্রাণীর নামের কাটিং দেওয়া হারাম। যেমন: ‘ডায়ানা’ নামের এক কাফের নারীর নামের কাটিং দেওয়া। অথবা ‘সিংহ’ বা ‘ইঁদুর’ কাটিং দেওয়া। কারণ কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ এবং প্রাণীর সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। তাছাড়া এটি চুলের অযথা বিকৃতি; অথচ চুল নারীর সৌন্দর্যের অংশ।’[ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা (২/৫১৬-৫১৭)]

দুই: চেহারার চুল অপসারণ।

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালেহ ইবনে উছাইমীন বলেন:

‘যে চুল অস্বাভাবিক অর্থাৎ এমন স্থানে গজায় যেখানে সাধারণত গজায় না, যেমন নারীর গোঁফ ওঠা কিংবা গালে চুল গজানো; সেই চুল অপসারণ করতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ এটি অস্বাভাবিক। এটি নারীর চেহারাকে বিকৃত করে।’[ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ (২/৫৩৬, ৫৩৭)]

নারীর জন্য চেহারার চুল অপসারণ করার বিধান সম্পর্কে ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা উত্তর দেন:

‘নারীর জন্য গোঁফ, উরুর চুল, দুই পায়ের নলা এবং দুই হাতের চুল দূর করতে কোনো আপত্তি নেই। এটি নিষিদ্ধ تنمص তথা ভ্রু-এর চুল অপসারণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আব্দুল আযীয ইবনে বায, আব্দুর রাযযাক আফীফী, আব্দুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বুউদ।’[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ (৫/১৯৪, ১৯৫)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

নারীর জন্য নিজের শরীরের চুল অপসারণ করার বিধান কী? যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে কার জন্য অপসারণের কাজটি করার অনুমতি আছে?

তাদরে উত্তর দনে:

‘চোখরে ভ্রু ও মাথার চুল ছাড়া অন্যান্য চুল অপসারণ করা জায়যে হবে। এই দুটি অপসারণ করা জায়যে নইে। দুই ভ্রুয়রে কোনো কছিু কামযি়ে ফলো বা অন্য কছিু করা বধৈ নয়। কোন নারী নজিইে সটো করতে পারবনে কংিবা তার স্বামী। কংিবা তার মাহরাম কউে করতে পারবনে; তবে ঐ মাহরামরে জন্য তার শরীররে যে অংশটুকু দখো বধৈ সইে অংশরে। কংিবা অন্য কোনো নারীও কাজটি করতে পারনে, তবে সইে নারীর জন্য শরীররে যে অংশটুকু দখোর বধৈতা আছে সইে অংশরে কাজটি করবনে।

আব্দুল আযীয ইবনে বায, আব্দুর রায্যাক আফীফী, আব্দুল্লাহ ইবনে গুদাইয়্যান, আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বুউদ।’[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ (৫/১৯৪)]

লজ্জাস্থানরে চুল ও উরুর চুল অন্য কোনো নারী বা মাহরাম কারো জন্য দখো জায়যে নইে।

নারীর জন্য দুই ভ্রুয়রে চুল কংিবা এর কয়িদংশ অপসারণ করা হারাম; সটেি কামযি়ে ফলো কংিবা ছোট করা কংিবা পুরোপুরি বা আংশকি দূর করে এমন কোনো পদার্থ ব্যবহার করা; যভোবইে হোক না কনে। কারণ এটাই হলো النمص (নামছ); যাতে লপ্িত নারীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভশিাপ দয়িছেনে...। نامصة (নামছিা) বলা হয় এমন নারীকে যে তার ধারণায় সৌন্দর্যচর্চা হসিবেে ভ্রুয়রে চুল পুরোপুরি বা আংশকি অপসারণ করে ফলেনে। আর متنمصة (মুতানাম্মসিাহ) হলনে ঐ নারী যার ভ্রুর চুল অপসারণ করা হয়। এটি আল্লাহর সৃষ্টকিে বকিৃত করার অন্তর্ভুক্ত; আদম সন্তানকে দয়িে যা করানোর ব্যাপারে শয়তান অঙ্গকিার করছে...।’

দখেুন: আল-ফাতাওয়া আল-জামি’আহ লিল-মারআতলি মুসলমিাহ (৩/৮৭৭-৮৭৯)।